দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

GC 128

শিক্ষাঙ্গনে

শেরে বাংলার নামে বিশ্ববিদ্যালয়

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এমন একজন মহাপুরুষ যিনি আমরণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন। যিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেই গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী নেন। ১৯১২ সালে কলকাতায় সেন্ট্রাল মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন, ১৯১৬ সালে কলকাতায় বেকার হোস্টেল ও কারমাইকেল হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিতে এসেই তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। পরে এ দাবীকে নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের দাবী হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯১১ সালে বংগভংগ রদ করার পূর্বেই পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ ঘোষণা ঘোষণাই রয়ে গেল। ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষঠার বিষয়টি শেরে বাংলার ওপর গুরুদায়িত্ব হিসেবে এসে যায়। শেরে রাংলা বার বার বৃটিশ সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে শেরে বাংলা প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হয়ে গণশিক্ষা বিসত্তারের জন্য কার্যকরীভাবে পদক্ষেপ নেন। এ সময় তিনি দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে কলকাতায় ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপানত্রিত করার ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয় উদ্যোগতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৭ সালে চীফ মিনিস্টার বা প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁরই নির্দেশে যুক্ত বাংলায় অসংখ্য ফ্রি-প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় মুসলমান মেয়েদের জন্য লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল, মুন্সিগঞ্জের হরগংগা কলেজ, চাখারের ফজলুল হক কলেজ, একটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। টাংগাইলের করটিয়া শাহাদত কলেজ উন্নয়নে সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। রাজশাহীর আদিনা ফজলুল হক কলেজ, রাজশাহী শহরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠির শেখের হাটে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকায় সেন্ট্রাল ওমেন্স কলেজ, ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজের জন্য বর্তমান সচিবালয়ের ইডেন বিল্ডিং এবং সবশেষে ঢাকায় একটি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। বাংলা বর্ষের পহেলা বৈশাখ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। শেরে বাংলাই এই দিনটি সরকারী ছুটি দিবস ঘোষণা করেন।

শেরে বাংলার সমসাময়িক আর অন্য কোন নেতা শিক্ষা বিস্তারে তেমন ভূমিকা রাখেননি। আজ ভারতের দিকে তাকালেই আমরা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই। অথচ বাংগালী জাতির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক হওয়া সত্ত্বেও শেরে বাংলার স্মৃতি রক্ষার জন্য বস্তুতঃ জাতীয় পর্যায়ে তেমন কিছুই করা হয়নি। বাংগালী জাতি আজ যতটুকু শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হয়েছে, তা বলতে গেলে শেরে বাংলারই জন্যে। তাই শেরে বাংলার যথাযথ স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য দেশে শেরে বাংলার নামে একটি পূর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠেছে বহু পূর্বেই। এ দাবী শেরে বাংলার মৃত্যুর পর থেকেই ওঠেছে। তবে দাবীটি প্রথম পত্র-পত্রিকায় স্থান পায় ১৯৭৩ সালে শেরে বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে শেরে বাংলার জন্ম শত বার্ষিকী থেকে।

মুহাম্মদ আঃ খালেক
সাধারণ সম্পাদক,
শেরে বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদ,
৫৯, সার্কুলার রোড, হাতিরপুল,
ঢাকা-৫